কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

রোববার
১৬ই মার্চ ২০১৪
www.mzamin.com
পৃষ্ঠা ৩

First Page.

ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম

কূটনৈতিক রিপোর্টার: গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কড়া সমালোচনা করলেও বিদ্যমান ব্যবস্থাতেই যে কোন রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান খোঁজার পরামর্শ দিলেন আধুনিক মালয়েশিয়ার *পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩*

ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপকার ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মহাথির মোহাম্মদ। তার মতে, রাজপথে আন্দোলনের চেয়ে ভোটেই সমাধান খোঁজা উত্তম। উন্নয়নশীল দেশের গণতন্ত্র পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, যদিও ব্যবস্থাটি ভাল, তারপরও ইদানীং এটি দিকশূন্য হয়ে পড়েছে। মিশর, থাইল্যান্ড ও ইউক্রেনের প্রসঙ্গ টেনে টানা ২২ বছর মালয়েশিয়া শাসন করা এই নেতা বলেন, রাজপথে আন্দোলন হলে গোটা দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শাসক দল অস্বস্তিতে পড়ে। একই অবস্থা হয় যখন আন্দোলনকারীরা ক্ষমতায় যায়। তাদের বিরুদ্ধেও একই রকম আন্দোলন হয়। এভাবে পাল্টাপাল্টি হলে কার্যত কোন সরকারই কাজ করতে পারে না। জনগণ যে রায় দেয়, যাকে ক্ষমতায় আসীন করে সেটি সব পক্ষকে মেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বয়কট কিংবা ফল প্রত্যাখ্যান কোন সমাধান নয়। সার্বিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও সমীচীন নয়। এটি করা হলে কোন ব্যবস্থাই কাজ করে না। একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যা কারও কাম্য নয়। দু'দিনের সফরে গতকাল সকালে ঢাকায় আসা মহাথির বিকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষে সাইড লাইনে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে মহাথির বলেন, যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থিতিশীলতা। এটি বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাচন বর্জন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন বয়কট বা ফল প্রত্যাখ্যান কোন সমাধান নয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখার তাগিদ দেন তিনি। একই সঙ্গে যে কোন অবস্থাতে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি এড়িয়ে চলা এবং বিরোধী পক্ষের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রদর্শনেরও পরামর্শ দেন তিনি। এর আগে প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন ড. মহাথির। সেখানে তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারও মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। এ জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সবাইকে ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে প্রেসিডেন্টের আহ্বান: এদিকে সমাবর্তনে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ, ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬০০০ শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া, ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভাল ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট গ্র্যাজুয়েটদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতি গঠনের প্রথম সিঁড়ি শিক্ষা। শিক্ষামানে শুধু এই নয় যে, অর্থ ও সামাজিক উন্নয়ন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সব কিছুর উর্ধ্বে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিতে হবে।